আজকাল

কুট্টি জুট্টি

আজকাল

কুট্টি জুট্টি

কার্টুন/কুট্টি
ছড়া/অমিতাভ চৌধুরী

আজকাল

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ১৯৮৯

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রকাশক
প্রতাপকুমার রায়

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৯৬, রাজা রামমোহন সরণি,
কলকাতা – ৭০০০০৯
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত

দাম ছ'টাকা

ছড়া কাটে অমিতাভ
ছবি আঁকে কুট্টি,
বাংলা ও কেরলের
গাঁটছড়া জুট্টি।

রাজীব গান্ধী

চালাতাম প্লেন, চালাচ্ছি দেশ
কেউ দেয় গাল, কেউ বলে – বেশ।
ব্যাপারটা আজিব,
বললেন রাজীব।

জ্যোতি বসু

বাবু জ্যোতি বসুর
একটি মাত্র কসুর।
বাঙাল দেশে ছিল বাড়ি,
বাঙাল ছিলেন শ্বশুর।

ভি পি সিং

আগে তিনি বসাতেন ট্যাক্সো,
এল বফর্স ও ফেয়ারফ্যাক্সো।
গদি ছেড়ে দিয়ে ভিপি
খুলে দুর্নীতি-ছিপি,
এখন তিনি একাই একশো।

বুটাং সিং

আমরা বলি – ‘বুটা সিং’,
অকালি কয় – ‘ঝুটা সিং,
তিনি টুটা ফুটা সিং।’

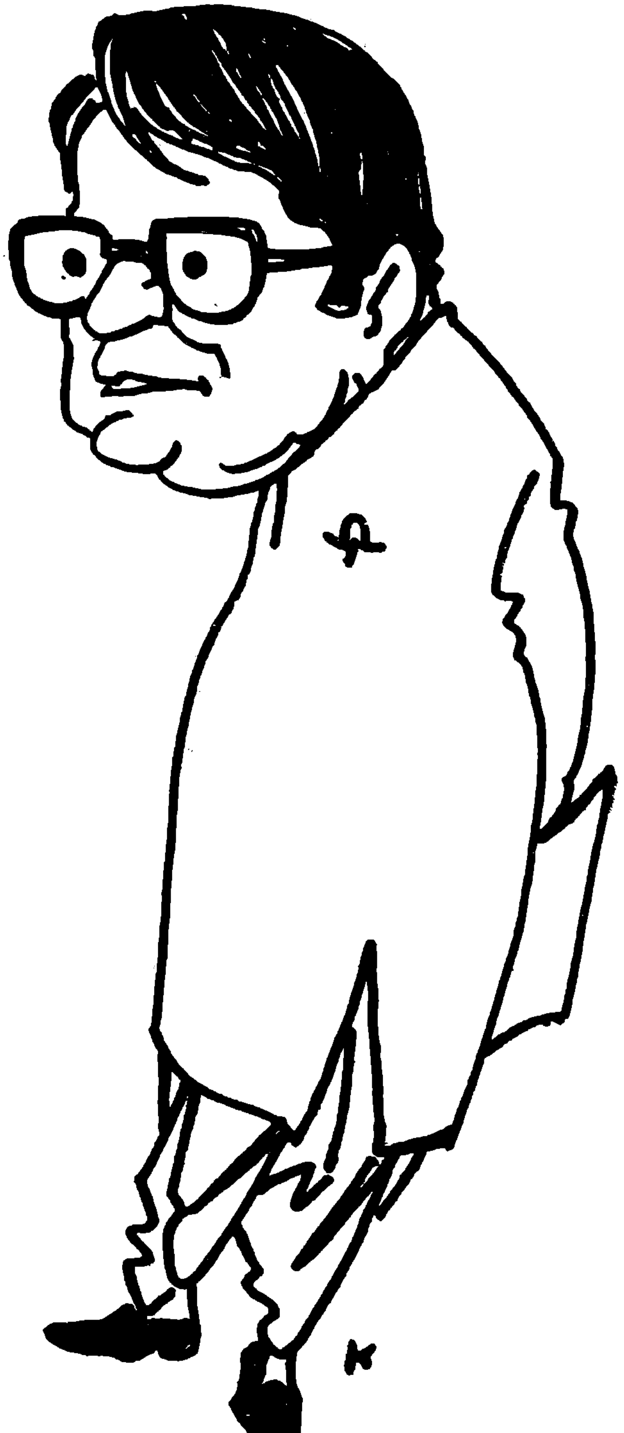

সিদ্ধার্থ রায়

পাঞ্জাবের রাজ্যপাল
বঙ্গদেশী মানু
ক্রিকেট নয় টেনিস নয়
রাজনীতিতে ঝানু।

বরকত গণিখান

বরকত গণি খান
সভাপতি পদ পান,
তবু তাঁর মন আন,
দিল্লিতে পদ চান।

প্রণব মুখার্জি

বিত্তহীনের দেশে তিনি ছিলেন বিত্তমন্ত্রী,
ইন্দিরাজি আসল যন্ত্র, তিনি ছিলেন যন্ত্রী।
ইন্দিরা যেই চলে গেলেন তিনি ওভারড্রাফট্,
আবার ঘরে ফিরে এলেন – মুখ বন্ধের ক্রাফট্।

প্রিয় দাসমুন্‌সি

প্রিয় দাসমুনসি
পৈতে না মিলে যদি
মিলে যায় ঘুনসি।
সভাপতি থাকছেন,
কংগ্রেসে বাদ গেলে
ফুটবল রাখছেন।

অশোক সেন

বাবু অশোক সেন
মোর্চা চালাচ্ছেন।
ডান হাতে সব টাকা তুলে
বাম হাতে কম দেন।

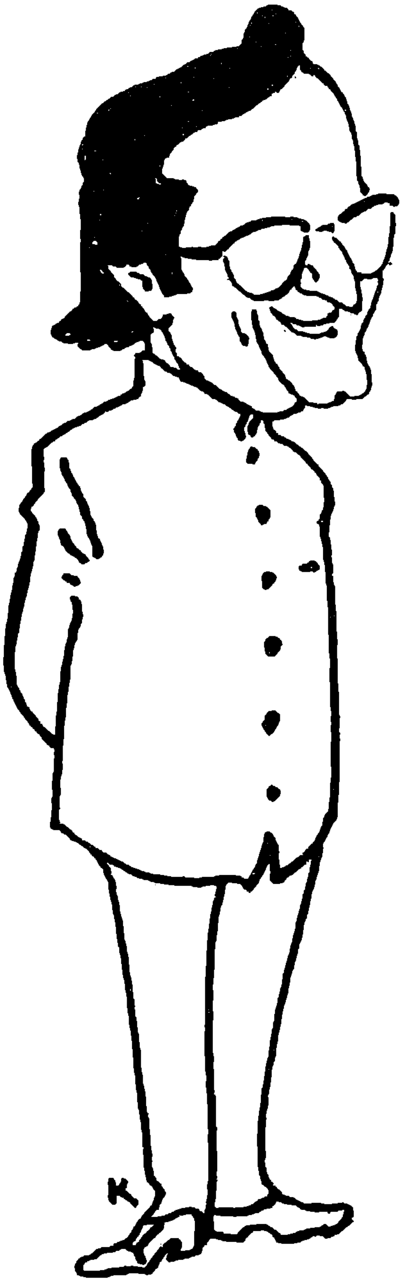

অজিত পাঁজা

অজিতকুমার পাঁজার
লক্ষ্য হাজার হাজার।
আপাতত আছেন খুশি,
মন্ত্রী রাজীব রাজার।

সুব্রত মুখার্জি

মুখার্জি সে সুব্রত
মনটা তাহার শুভ্র তো।
ছন্দ এবং বাণী ঘরে
তবু মাথায় রক্ত চড়ে
রাজনীতিতে খুব রত।

সোমেন মিত্র

উত্তরাস্যাং দিশিং তিনি, বাবু সোমেন মিত্র,
চুলের পাটে চোখের **ঢলে** পটে আঁকা চিত্র।
গণি খানের সঙ্গে আছেন
তাঁরই সঙ্গে মরেন বাঁচেন,
গণি হেসে বলেন তাঁকে– জিৎরো ভায়া, জিৎরো।

মমতা ব্যানার্জি

সোমনাথ মন্দির ভেঙেচুরে সমতা
আনলো কে? তাঁর নাম সুলতানা মমতা।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

যতই তুমি বকোঝকো,
নন তো তিনি ক্রুদ্ধদেব,
এই বাংলার ভাবী জ্যোতি
ভট্টাচার্য বুদ্ধদেব।

অসীম দাশগুপ্ত

অসীমবাবুর অসীম ক্ষমতা, —
আনতে পথের যানের সমতা,
ভুলে বাজেটের করের কুলিশ
হয়ে যান তিনি ট্রাফিক পুলিস —
পথচারীদের প্রতি যে মমতা।

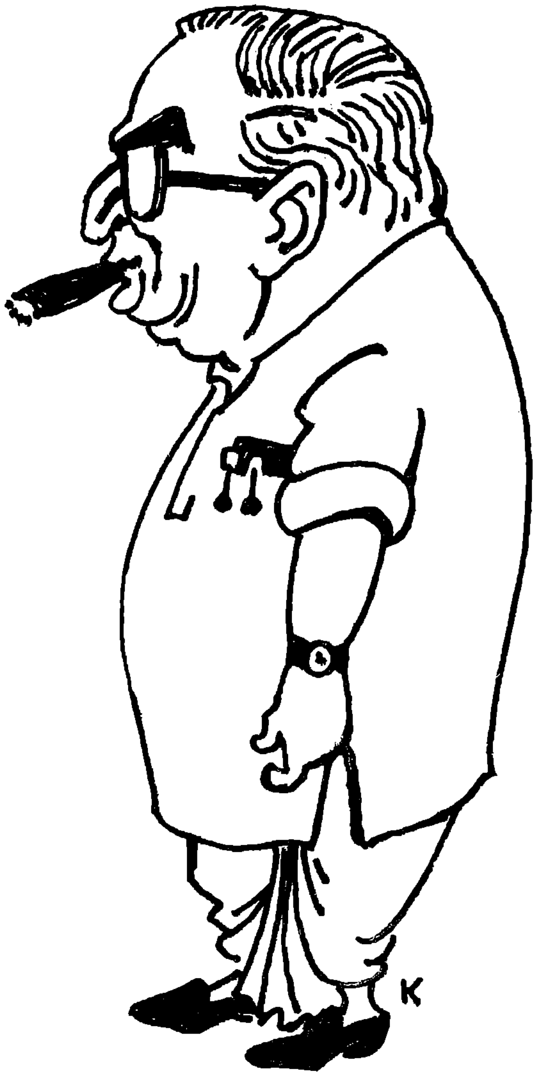

যতীন চক্রবর্তী

চক্রবর্তী যতীন,
চাকরি হলো সতীন।
চুরুট মুখে দুর্বাসা
রিপোর্টারকে ধাক্কা মেরে
পড়েন মাসিক পূর্বাশা।

সন্তোষমোহন দেব

সন্তোষদেবের দেশ আসামের শিলচর
কেউ দেয় সন্দেশ, কেউ দেয় কিল চড়।
ত্রিপুরাতে তিনরঙা পতাকাটা টাঙাতেই,
লোকে ভাবে, তাঁর মন রাইটার্স ভাঙাতেই।

রাম রাও

অভিনেতা হলেন নেতা,
নেতা তো নয় সন্ন্যাসী।
দিল্লি-পানে রামের নজর
রাজীব-ভায়ার মন-নাশি।

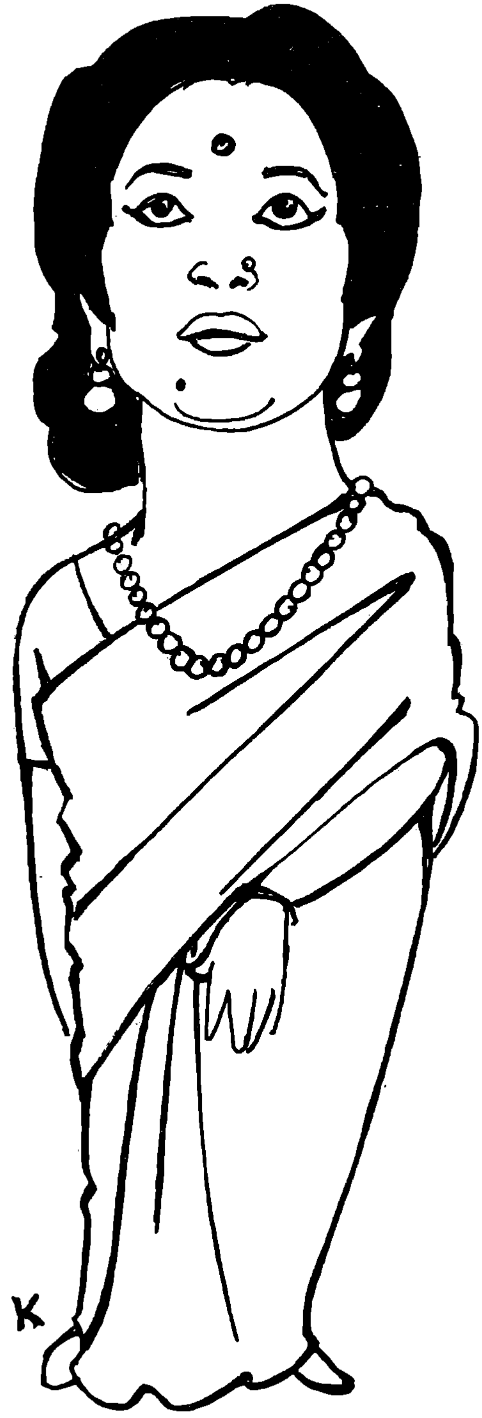

জয়ললিতা

জয় জয় জয়ললিতা
ভাঙতে ভাঙতে দলটা এখন
শিবরাত্রির সলিতা।
রাম নামে কাজ হবেই হবে
কেমন করে বলি তা।

ঘিসিং

ইসিং মিসিং
সুভাষ ঘিসিং
দার্জিলিং কালিম্পং
কার্সিয়াঙে ডিং ডং –
সিকিম কিসিং ?

বেনজির ভুট্টো

অনুপমা বেনজির
বাড়ি তার লারকানা,
উজিরে আজম হয়ে
আহ্লাদে চার খানা।

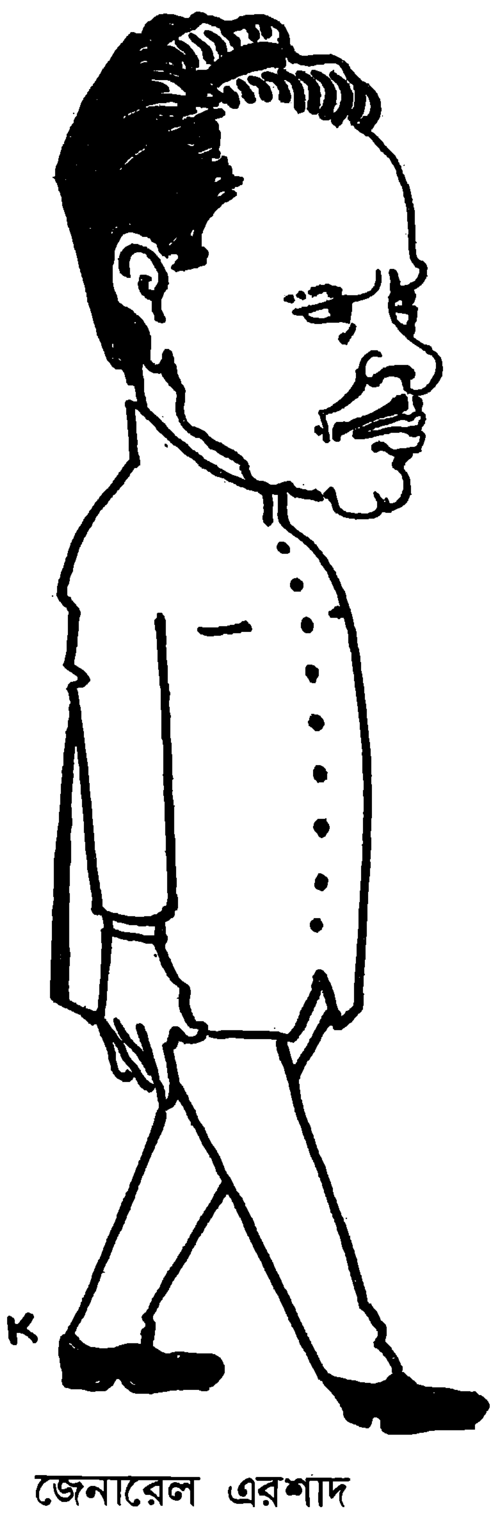

জেনারেল এরশাদ

জেনারেল এরশাদ
গদি পেতে ফের সাধ।
ডান্ডার সাথে দেন
কবিতার 'পেরসাদ'।

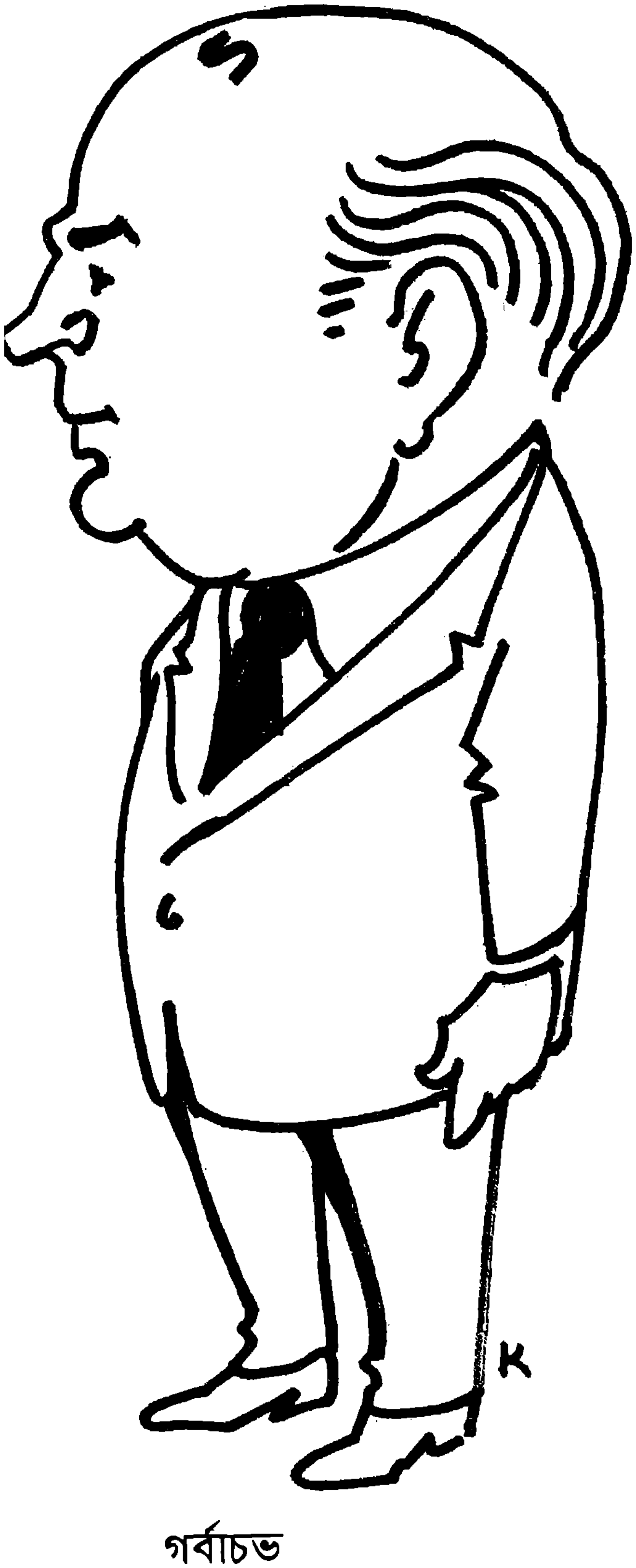

গর্বাচভ

মার্ক্সবাদের সূর্য অস্ত,
পেরেস্ত্রৈকা গ্লাসনস্ত্
গর্বাচভ চক্ষু বুজুক,
আসবে আবার নতুন হুজুক।

জর্জ বুশ

মন খুশ
জর্জ বুশ।
ওই রুশ
উসখুস।

মার্গারেট থ্যাচার

থ্যাচার মার্গারেট
পুরুষের মাথা হেঁট।
টোরি দলের গ্লোরি,
হিপ হিপ হোরি।

সত্যজিৎ রায়

উপিনবাবুর নাতি তিনি
তাতাবাবুর ছেলে
রায়বাড়িতে মানিক জ্বলে
কোটিতে এক মেলে।

মৃণাল সেন

বাবু মৃণাল সেন
টকি তুলেছেন।
ভারতজোড়া নাম,
রাজনীতিতে বাম।
ডাইনে কিছু দেন।

অমিতাভ বচ্চন

বচ্চন অমিতাভ্
ডিজুম ডিজুম ভাব।
রাজনীতিতে নাকাল,
সিনেমাতে আকাল
আস্ত কচি ডাব।

মিঠুন চক্রবর্তী

গান টুন টুন নাচ ঠুন ঠুন
বাবু মিঠুন চক্র -
তাঝঝিমাঝিম্ নাচেন বটে,
করে শরীর বক্র।

সৌমিত্র চ্যাটার্জি

নুন-সাহেবের ছেলে তিনি
সত্যজিতের নায়ক
অভিনয়ে ছাড়েন তিনি
ফাস্টোকেলাস **শায়ক**
কখন তিনি অপুবাবু
কখন তিনি ফেলুদা,
মাঝে মাঝে পদ্য লেখেন
যেন পাবলো নেরুদা।

উৎপল দত্ত

উৎপল দৎ –
ওড়ে পত পত
পতাকাটা লাল,
লালে জব জব
মহাবিপ্লব
আসছেন কাল।

দারা সিং

পালোয়ান কুস্তিগির
রুস্তম-ই-হিন্দ তিনি বীর।
আগে করি অনুমান,
তিনিই হবেন হনুমান।

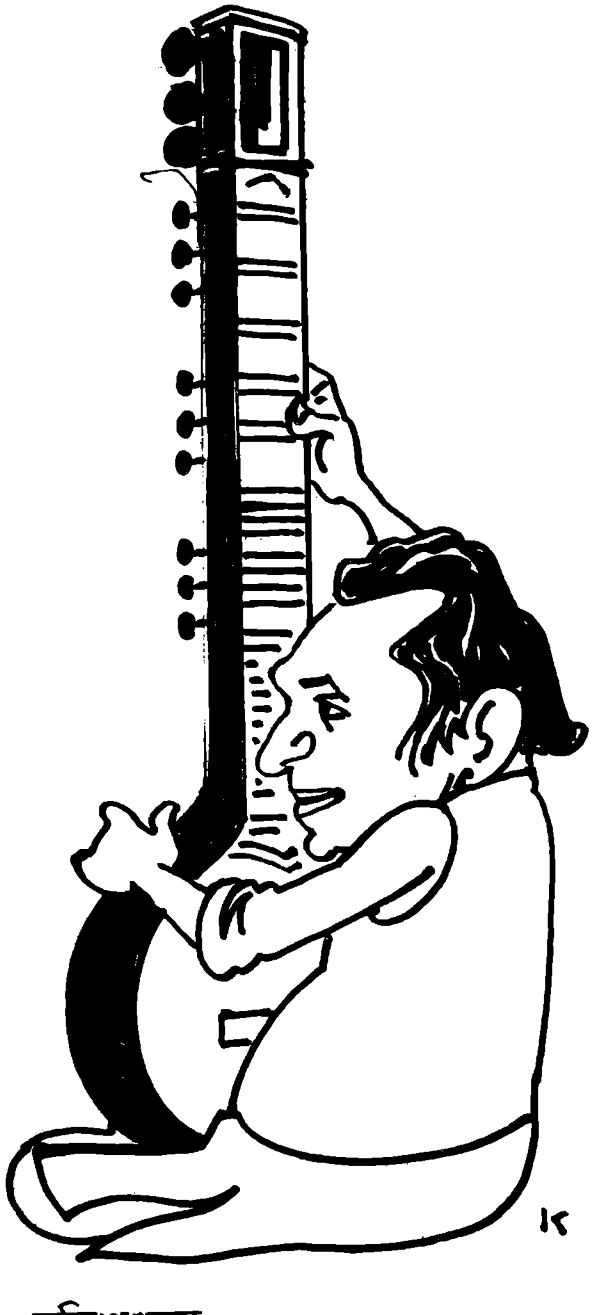

রবিশঙ্কর

রূপে কার্ত্তিক, গুণে গণেশ
ওষ্ঠে মিষ্ট হাসি,
রমণীকুল বড় আকুল
হাসি সর্বনাশী।
যন্ত্র দিয়ে মন্ত্রধ্বনি
ঝংকারে ঝংকারে
ডারাডারা ডিরিডিরি –
রবিশংকর ছাড়ে –

বিলায়েত খান

বিলায়েত খান
যন্ত্র বাজান।
রবিকরে জ্বালাতন,
যন্ত্রণা পান।

লতা মঙ্গেশকার

সাত সুরে ডাকাডাকি
যেন সাত পোষা পাখি।
গান হয়ে যায় কথা,
মঙ্গেশকার লতা।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

হাত গোটানো শার্ট ও ধুতি
একই রকম বসন তো,
হেমন্ত নাম হলে কী হয়,
কণ্ঠে চির বসন্ত।

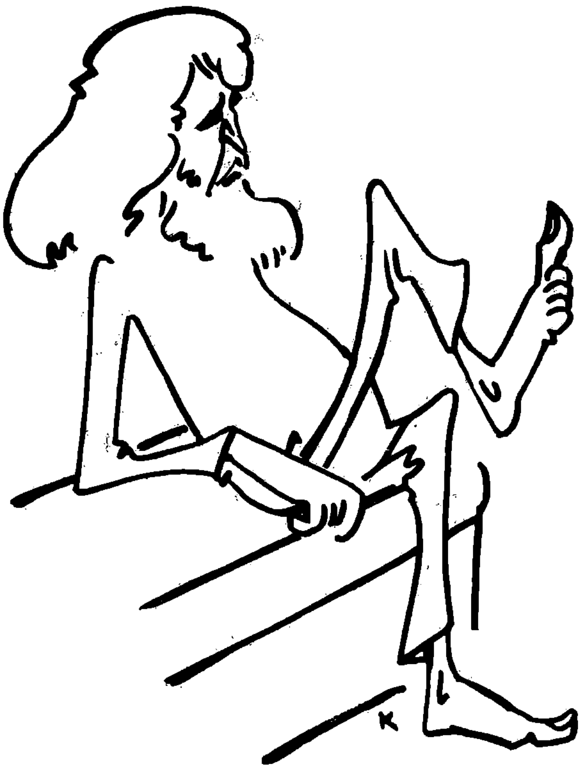

হুসেন

সইলো সই, তোমায় কই, এই বাবুটি কে?
বদ্যি তো নন, তবুও সেন, হু-সেনবাবু সে।
আবু হোসেন, বাবু হোসেন, সইয়ের বড় দাম,
অনেক ছবিই এলেবেলে, না থাকলে তাঁর নাম।

পি সি সরকার (জু)

উনি কেটা?
বাপ-কা-বেটা।
নাম কী শুনি?
পি. সি. (জুনি)।
দেখান জাদু
সাধু সাধু।

সুনীল গাভাসকার

খেলার রাজা ক্রিকেট,
সুনীল রাজা ক্রিকেটের,
বোলারেরা সেলাম জানায়,
রেকর্ড করেন রেকর্ডের।

কপিলদেব

কপিলদেবের জবাব নেই,
আস্তে বলের স্বভাব নেই।
বাউন্সারের অভাব নেই।

বেঙ্গসরকার

বেংসরকার দিলীপ,
ক্রিকেট-রাজা ফিলিপ।
ভারত দলের চূড়ায় চড়ে,
ঝগড়া করে ঝগড়া করে –
মুখে দেয় না 'কিলিপ'।

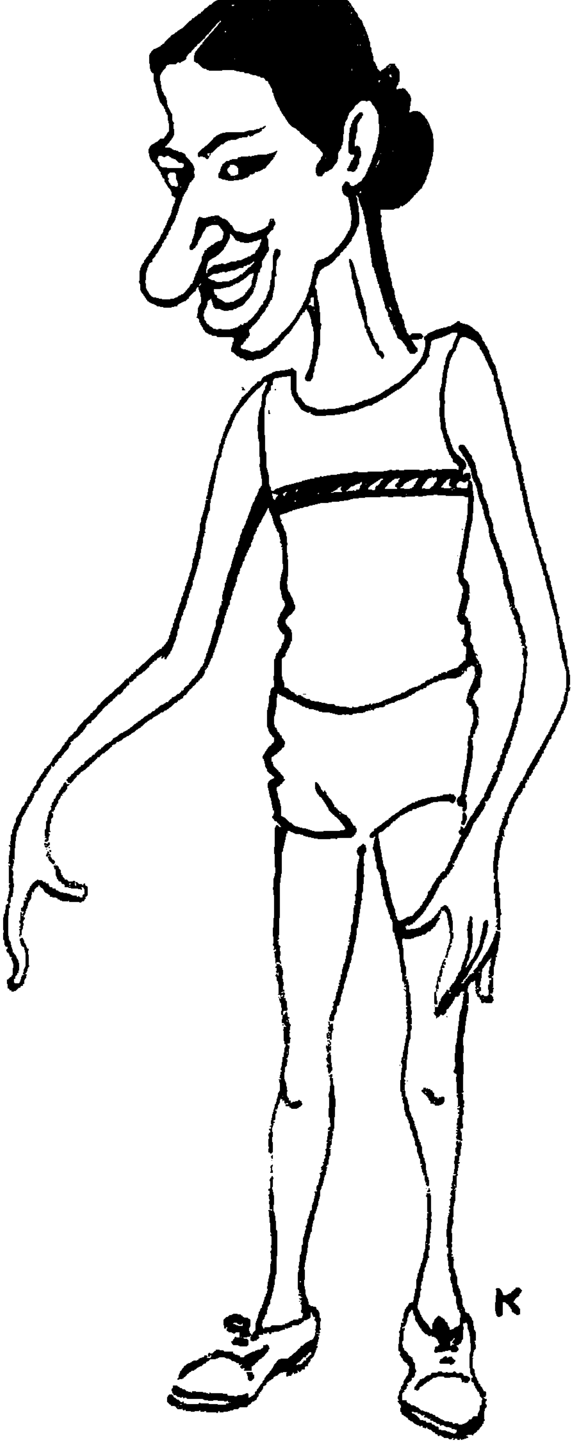

পি টি ঊষা

সোনার মেয়ে ঊষা
মেডেল তোমার ভূষা,
চিতা বাঘের জাত,
দৌড়ে বাজি মাৎ।

পি কে ব্যানার্জি

পায়ে যেমন বল ছোটে,
মুখে তেমন খই ফোটে।
ব্যানার্জি সে পি কে,
রঙ হয় নি ফিকে।

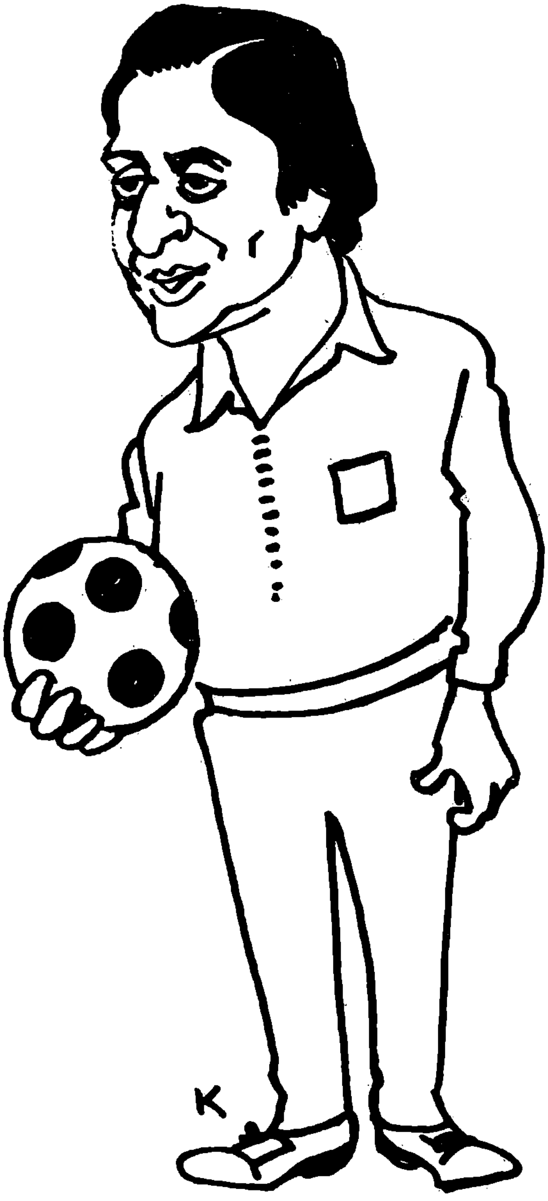

চুনি গোস্বামী

শুনুন মশাই,
চুনি গোঁসাই।
ফুটবল-কাম-
-ক্রিকেটে নাম।
গুণীর গুণী,
সত্যি চুনি।